হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে মেহেরপুর

মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। এর আগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তখন বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক জামিনুর রহমান জানান, সকাল ৯টায় মেহেরপুর অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। আগামী কয়েকদিন রাত ও ভোরের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। চলতি শীত মৌসুমে এটাই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। যদিও এটি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয়।

এদিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় জেঁকে বসেছে শীত। সকাল ৯টার পর ঝলমলে রোদের দেখা মিললেও শীতের প্রভাব কাটছে না। হিমেল বাতাস বইতে থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। শীত বৃদ্ধির কারণে মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা শহরে সকাল থেকে মানুষের চলাচল কম ছিল। সকালে প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে বের হয়নি। সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অফিসগামী লোকজন। সমস্যায় পড়েছেন নিম্ন-আয়ের মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক, ভ্যানচালক ও রিকশাচালকরা।

এদিকে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালগুলোতে হাঁপানি, টাইফয়েড, সর্দি, জ্বর, কাশিসহ বিভিন্ন রোগবালাই বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর ভিড়ে গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, চলতি শীত মৌসুমে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার কম্বল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৩৮০০, গাংনী উপজেলায় ১৮০০ এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮৭৫টি কম্বল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর কিছু ইতোমধ্যে ছিন্নমূল, হতদরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর ও গাংনীতে ২২ লাখের নির্বাচনী বরাদ্দ উৎসব

মেহেরপুর জেলার দুই উপজেলা, সদর ও গাংনীর মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৪ টাকা।

নির্বাচনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ঘাটতিগুলো দ্রুত ঠিক করে ভোটগ্রহণ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে জেলার অন্য উপজেলা মুজিবনগর এখনো কোনো বরাদ্দ পায়নি, যা স্থানীয়ভাবে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের চিঠি অনুযায়ী, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারকাজ শেষ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। একই সঙ্গে বরাদ্দপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করে বিদ্যালয়গুলোকে ভোটগ্রহণ উপযোগী কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজার ৯৯৬ টাকা। এর মধ্যে মেহেরপুর পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বরাদ্দ পেয়েছে ২৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা, আর রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়াও ১৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়ামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়কে। কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ৮ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। ৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পেয়েছে রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৪ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে।

আর ৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুদ্রনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুবিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুভরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর–বারাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ সালাম–বরকত–রফিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংহাটি পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেলেগাড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলার ৪৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১৯ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৮ টাকা। এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া বিদ্যালয়গুলো হলো—তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, ভরাট, করমদি, কল্যাণপুর, কাজিপুর, ভবানীপুর, নওদাপাড়া, পীরতলা, রামনগর, বালিয়াঘাট, তেরাইল, নওদা মটমুড়া, কুমারিডাঙ্গা, মিনিপাড়া, শিমুলতলা, বানিয়াপুকুর, ষোলটাকা, ভোমরদহ, হিজলবাড়িয়া, চৌগাছা, গাড়াডোব, আযান, যুগিন্দা, পাকুড়িয়া, ধানখোলা, ভাটপাড়া, কসবা, সানঘাট, গাংনী মডেল, রাধাগোবিন্দপুর, সাহারবাটি দক্ষিণপাড়া, জালশুকা ও মালসাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢেপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং করমদী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আর সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা, নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ১৬ হাজার ৬

শত ৬৭ টাকা এবং বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

পুরো বরাদ্দ তালিকা প্রকাশ পেলেও মুজিবনগর উপজেলাকে এখনো কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের আগের সময়সীমা, সংস্কারের জরুরি নির্দেশনা এবং বাকি দুই উপজেলার বরাদ্দ কাঠামো সামনে রেখে মুজিবনগরের বিদ্যালয়গুলো কেন তালিকার বাইরে রইল—এ রকম প্রশ্ন স্থানীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গণে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বরাদ্দ দিয়েছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জেলার যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেগুলোকে ভোটগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে এই বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। মুজিবনগর উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুতই এই বরাদ্দের চিঠি পাওয়া যাবে।

মেহেরপুরে ৩০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা, হয়নি বার্ষিক পরীক্ষা

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তালা লাগিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করে মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে তারা জেলার ৩০৮টি বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস ও বার্ষিক পরীক্ষা চললেও শিক্ষকদের এ কর্মসূচির কারণে সেটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ে এবং শিক্ষার্থী–অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ

ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

সকাল থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখা যায়, ক্লাস শুরুর আগে সহকারী শিক্ষকরা মূল ফটক, অফিসকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষে একে তালা লাগিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ে এলেও তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকরা জানিয়ে দেন পরীক্ষা হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার অভিভাবক আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘দাবি-দাওয়ার নামে শিক্ষকদের হঠাৎ কর্মবিরতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ‘জিম্মি’ করে ফেলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বছরের সমাপনী পরীক্ষা বন্ধ থাকায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক মহসিন আলী জানান, সরকারের পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, দশম গ্রেডে বেতন প্রদান, পদোন্নতি কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং সহকারী শিক্ষকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত দায়িত্ব কমানো।

এদিকে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা পড়েছেন সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা জানান, ‘গত দুদিন অভিভাবকদের সহায়তায় আমরা পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সহকারী শিক্ষকরা দায়িত্বে না থাকায় নৈশ প্রহরীকেও সাহায্য করতে হয়েছে। কিন্তু আজ ক্লাসরুমে তালা লাগিয়ে দেওয়ায় আমরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছি।’

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম জয়নুল ইসলাম বলেন, ‘বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৫তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হলেন মেহেরপুরের ডা. রোমেল হোসেন

৪৫তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের কৃতী সন্তান ডা. রোমেল হোসেন।

শান্ত-নির্মল কোমরপুর গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া ডা. রোমেল কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য মনোবলের মাধ্যমে ৪৫তম জেনারেল বিসিএস পরীক্ষায় স্বাস্থ্য ক্যাডারে স্থান করে নেন। তিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন।

বিপুল প্রতিযোগীর ভিড়ে মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শুধু পরিবারের নয়, পুরো জেলার গর্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্য শিক্ষক, অভিভাবক, প্রিয়জন এবং এলাকার মানুষের জন্যও এক গৌরবময় অর্জন।

মানবসেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা ডা. রোমেল ভবিষ্যতে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁর পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা।

মেহেরপুরের রাজনগরে জলাশয়ে

ডুবে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মল্লিকপাড়ায় জলাশয়ের পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে পড়ে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাবিব রাজনগর মল্লিকপাড়ার জমিরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে।

প্রতিবেশীরা জানান, লাবিবের মা ও দাদী বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায় ধান উড়াচ্ছিলেন। সে সময় লাবিব পিছনে খেলছিল। হঠাৎ তাদের অগোচরে খেলতে খেলতে সে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায়। বিষয়টি তারা টের পাননি।

পরে বেলা ১২টার দিকে পথচারীরা জলাশয়ে লাবিবের নিথর দেহ ভাসতে দেখে চিৎকার করলে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। দ্রুত উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবারের আহাজারিতে এলাকার মানুষও কান্না সংবরণ করতে পারেননি। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ফরহাদ ও এএসআই আরুজ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসআই ফরহাদ বলেন, এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বাদ মাগরিব রাজনগর গ্রাম্য কবরস্থানে লাবিবের দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত এক মাসে রাজনগর মল্লিকপাড়ায় পানিতে ডুবে চার কিশোরীসহ মোট পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বুধবার জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপিত হয়। সকালে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে জেলা প্রশাসন চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও মানবিক দায়িত্ব।

তাদের সমাজের মূলধারায় যুক্ত করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা প্রতিবন্ধী অফিসার তুলসী কুমার পালসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সেবা গ্রহণকারী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ বাংলাদেশিকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

পুশইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ভোররাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪০ এর ৬ এস মথুরাপুর মাঠ নামক সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। সীমান্ত পার হয়ে তারা ওই মাঠে তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের আটক করেন।

আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু, ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই, খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

ছয়-সাত দিন আগে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে গাংনী সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করা হয়।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মোহম্মদ আল মামুন জানান, আজ সকালে বিএসএফ কর্তৃক পুশইন হওয়া ব্যাক্তিদের থানায় হস্তান্ডর করেছে বিজিবি। তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের পাটের তৈরী হস্ত শিল্প যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে

পাটের আঁশে স্বপ্ন বুনছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবপরপাড়া গ্রামের অন্তত শতাধিক বদ্ধা নারী। পাট দিয়ে তৈরী হস্ত শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছেন প্রাচীনকালের বিলুপ্ত প্রায় হস্ত শিল্প।

তাদের তৈরী নিপুন হাতের কারুকার্য ক্ষচিত জিনিপত্র যাচ্ছে ইটালী আমেরিকা সিঙ্গাপুর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। জীবনের সব টুকু উজাড় করে দেয়া টিকিয়ে রাখা হস্ত শিল্পীরা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়লেও পেশা ছাড়েননি। এসকল শিল্পিদের এখন বড়ই দুর্দিন।

বাংলাদেশে পাট দিয়ে তৈরী জিনিস পত্রের তেমন চাহিদা না থাকাই নতুন করে পেশায় আর কেউ আসতে চাচ্ছেন না। যারা এপেশায় নিয়োজিত রয়েছে সে সকল বৃদ্ধারা সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

৬০ বছর বয়সি সন্ধা মন্ডল, ৬২ বছর বয়সি সুলতা মন্ডল,৬৫ বছর বয়সি মরজিনা বেগম, বৃদ্ধা পারভীনা বেগমসহ অর্ধশত নারী পাটের আঁশ দিয়ে তৈরী ম্যাট,মাছ,পাখি,শিকা,পাপোশ,বিছানাসহ হরেক রকমের জিনিসপত্র তেরী শুরু করেন ১৯৭৬ সালে।

নিজের সংসার সামলে পাট দিয়ে তৈরী হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করেন তারা। ভবরপাড়া মিশনের একটি হল রুমে কাজ করার জায়গা করে দেন সে সময়কার এক মিশনের ফাদার। তখন থেকেই একযোগে কাজ শেষ করেন। হস্ত

শিল্পিদের অনেকেই বিধবা। অভাবের সংসারে উদ্যোক্তা সন্ধা মন্ডলের সাথে কাজ শেখেন। পরে পাটের গিটে বাধা পড়ে যায় শতাধিক নারী। সকলেই সাবলম্বী হয়ে ওঠেন। সকলেই শিক্ষিত করেছেন ছেলে মেয়েদের। এদের তৈরী হস্ত শিল্প বিক্রি হয়, ইটালী, আমেরিকা সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু বাংলাদেশে পাট শিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র না থাকা এবং ব্যাবহার না থাকায় জীবনের সব টুকু উজাড় করে দেয়া হস্ত শিল্পীরা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে। তাদের এখন বড়ই দুর্দিন। তদের দাবী দেশে ঐতিহ্যবাহী হাতের তৈরী পাট শিল্পের ব্যাবহার বৃদ্ধি, বাজারজাত করন করলে দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে। সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চান উদ্যোক্তা এসকল বৃদ্ধারা।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল বলেন, মুজিবনগরের ভবরপাড়া গ্রামের হস্ত শিল্পিদের বিষয়টি জানতে পেরে ওই সকল বৃদ্ধা উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজন জেনেছি। তাদের সরকারি সকল সুবিধার আওতায় আনা হবে।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ

ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল

বিএনপি বিএনপি ও আপোষহীন গণতন্ত্রের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মেহেরপুরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে রায়পুর গ্রামের তার নিজ বাসভবনে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী, গ্রামের শিশু, রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির পাশাপাশি দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের কল্যাণ কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলে বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। তাঁর সুস্থতা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাঁকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন, আমদহ ইউনিয়নের রায়পুর ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল খা সহ দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মোনাজাত শেষে উপস্থিত শিশুদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।